[12/1, 9:24 PM] Purnima Didi Bk: 09-12-17 : TODAY'S MORNING BENGALI MURLI.

০৯-১২-১৭ : প্রাতঃমুরলী
ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের মনে খুশীর জোয়ার আসা উচিত কারণ বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে এখন আবার নিজের ঘর শান্তিধামে গিয়ে তারপরে সুখধামে ফিরে আসবে

প্রশ্ন :- এই সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ দিশায় নিরন্তর এগিয়ে যা লক্ষ্যে কি এমন সতর্কতা অবলম্বন করা অতি আবশ্যক ?

উত্তর :- কেউ যদি কখনও কোনও ব্যর্থ বা শয়তানী কথা-বার্তা কিছু শোনায়, তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না মোটেই। তার কথায় সায় দিয়ে বাবার গ্লানি শোনার অর্থ - বাবার অবাধ্য বাচ্চা হওয়া। বরঞ্চ তার কু-স্বভাবের প্রতি করুণাশীল হয়ে, তার সেই স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হবে। এইভাবেই বাবার আজ্ঞাকারী বাচ্চা হতে হবে। জ্ঞানের-অঞ্জনে (কাজলে) নিজেকে সুসজ্জিত করতে হবে। যদিও এই দিশা খুব সূক্ষ্ম ও কঠিন, তাতে খুব সতর্ক থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে
. *সেখানে নিয়ে চলো বাবা*
. *যেখানে কেবল*
. *সুখ-শান্তিই বিরাজ করে।*

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা- তোমরা এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুঝদার হয়েছো। তাই অনুভব করতে পারো, আগে এই তোমরাই কতটা বোকা ও অবুঝ ছিলে। অথচ পূর্বে এই সাধারণ কথাটাও তোমরা বুঝতে পারতে না যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা কি ভীষণ পতিত দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। যেখানে এই ভারত ভূ-খন্ডেই একদা দেবী-দেবতাদের কত সুন্দর পবিত্র সেই সুখের রাজ্য ছিল, যেখানে তারা রাজত্ব করতো। যেখানে দুঃখের কোনও নাম-গন্ধও ছিল না তখন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই আবার এই নিশ্চয়তাও নেই যে, স্বর্গ-রাজ্য মানে - সর্বদা সেখানে সুখ বিরাজ করবেই। স্বর্গ-রাজ্যের প্রকৃত ধারণাটা কিন্তু কারওরই জানা নেই। সাধারণ মানুষেরা তো ভেবে থাকে, স্বর্গেও দুঃখ থাকলেও থাকতে পারে। যা একেবারেই অবুঝের মতন কথা। বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু এখন যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বুঝদার হয়েছো। যেহেতু বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের এসব বোঝাচ্ছেন, এবং এর সাথে বাবার শ্রীমৎ অনুসারেও চলছ তোমরা। কথার সূত্রে মানুষেরা তো বলেই থাকে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন পাপীদের দুনিয়া। অথচ স্বর্গ-রাজ্য কত পবিত্র দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়াতেও যদি দুঃখের ব্যাপার থাকে, তবে তো সব দুনিয়াই দুঃখের দুনিয়া বলেই অভিহিত হবে। আর গীতটাও মিথ্যা বলে ধার্য্য করবে। মুরলীর গীতে তো স্পষ্ট করেই বলা আছে- "বাবা, আমাদের এমন কোনও জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সর্ব প্রকারের আরাম, সুখ, শান্তি, এসব আছে।" বাচ্চারা, তোমরা তো এও জানো যে, স্বর্গ-রাজ্যের আকাশে সোনার পাখীরাই উড়তে থাকে মনের আনন্দে। সেখানে রাজ্য-পাঠ চালায় দেব-দেবীরা। যারা কখনও কোনও প্রকারের ঝগড়া-ঝাঁটি করে না এবং একে অপরের দুঃখের কারণও হয় না। কিন্তু তবুও কি করে যে লোকেরা বলে, সুখ-দুঃখ তো একই সাথে পরম্পরায় চলে আসছে বহু যুগ ধরেই। এমন কি কৃষ্ণের নামেও কত কলঙ্ক দিয়ে, তার প্রতিও কত প্রকারের গঞ্জনা-লাঞ্ছনার অভিযোগ করে লোকেরা। তাই তো এইসব ব্যাক্তিদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে, যার যেমন দৃষ্টি (অলীক কল্পনার ধরণ) তেমনই তার সৃষ্ঠি (অভিব্যাক্তির ভাব প্রকাশ)। তাদের ধারনা এমনই যে, সব কালেই, সব সৃষ্টিতেই পাপ অবশ্যই থাকে। যেহেতু বর্তমান সময়কালে তাদের দৃষ্টি যে পাপে ভরা। তাই তারা সমস্ত দুনিয়াকেই পাপী বলে। যার স্ব-পক্ষে যুক্তি খাঁড়া করে প্রচার করে, যুগ-যুগান্ত ধরে পরম্পরায় এই পাপও একই ভাবেই চলে আসছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন ধীরে ধীরে নিজেরাই তা বুঝতে পারছো। অবশ্য সেই বোধ তোমাদের নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুসারে।

তোমরা আত্মারা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে নিয়মিত নির্দেশাবলী পেয়ে থাকো। যা আত্মাদের বাবা পরমাত্মা স্বয়ং বসে তোমাদের তা বোঝাতে থাকেন। বর্তমান সময়ে সব আত্মাই পতিত অবস্থায়। তাই এই অপবিত্র পতিত আত্মাদেরকেই পাপী-আত্মা বলা হয়। বাবা তাই আত্মাদের বলছেন- "ওহে আমার বাচ্চারা, তোমরা সবাই অবিনাশী আত্মা। তোমরাই মাম্মাকে মাম্মা-বলে ডাকতে থাকো। এই পতিত দুনিয়ায় কারওকেই পিতাশ্রী বলে সম্মোধন করা যায় না। যেহেতু শ্রী-র অর্থ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় তো এমন একজনও মানুষ নেই, যাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। সেই মহিমা কেবল একজনের (পরমাত্মার) প্রতিই করা যায়। যদিও এই সম্মোধনে বর্তমান সময়ে তোমরা কেবল এই একজনকেই তা বলতে পারো। যেহেতু তিনিই তোমাদেরকে (জগৎ সংসারে থেকেই) সন্ন্যাস করিয়েছেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানাবার উদ্দেশ্যে। তোমরা এখন এও বুঝতে পারছো যে, তোমরাই প্রকৃত ফরিস্তা হতে যাচ্ছো। কিন্তু শ্রেষ্ঠ হবার লক্ষ্যে, সেই পথে চলতে চলতে, মায়া-রাবণ ঝট্ করে চড়-থাপ্পর লাগিয়ে ভ্রষ্ট বানিয়ে দেয়। ভ্রষ্ট হলে তো আর তাকে শ্রেষ্ঠ বা শ্রী বলা চলে না। যেমন দেবতাদের ক্ষেত্রে : শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধা, শ্রী কৃষ্ণ বলা হয়ে থাকে। ওনারা এমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই তো ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে তাদের মহিমার এত গুণ-গান করে। কিন্তু লোকেরা নিজেদেরকে কোনও মতেই শ্রেষ্ঠ বলতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন এও বুঝতে পেরেছো, এই ভূ-খণ্ডই একদা শ্রেষ্ঠ ভারত ছিল। তখন সবাই কত পবিত্র ছিল, সবার বসন-অলংকারাদিও কত মনোরম ছিল। সবকিছুই ছিল খুব শুদ্ধ, অতি পবিত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ট ছিল। আর এসব শ্রেষ্ঠ কর্ম করেন এই বাবা। তাই তো ওনার এত মহিমা। আত্মা-বাচ্চাদের নোংরা বসনকে পরিস্কার করে সুন্দর কাঞ্চন-কায়া করে দেন। যেখানে বর্তমানে সবাই এখন পতিত অবস্থায় রয়েছে। জানার কথা হলো, বর্তমানের এই নোংরা দুনিয়াটাই যে রাবণের দুনিয়া। যদিও মানুষোরা প্রতি বছরই রাবণের কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে থাকে - কিন্তু প্রকৃত অর্থে রাবণ তো আর জ্বলে না। তাই আবার রাবণ তার স্ব-মহিমায় সর্বদাই এই জগতেই উপস্থিত হয়। এই সাধারণ কথাটাও কিন্তু মানুষদের বোধে আসে না। একবার যখন তাকে জ্বালিয়েই দিল, তবে আবার প্রতি বছরই নতুন করে রাবণের কুশপুত্তলিকা বানাতেই বা হবে কেন ? আর এতেই তো প্রমাণ-সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাবণ-রাজ্য আদৌ ধ্বংস হয়নি।

স্বর্গ-রাজ্যে যখন রাম-রাজ্যের রাজত্ব চলে, তখন সেখানে রাবণের কোনও কুশ-পুত্তলিকা তৈরী হয় না। এ কথা তো প্রচলিতই আছে যে, রাবণকে শেষ করা মানেই লঙ্কা-রাজ্যের ধ্বংস হওয়া। লোকেরা আবার লঙ্কা-রাজ্যকে (দেশকে) সোনার লঙ্কা বলে অভিহিত করে। কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। বর্তমানের পুরো দুনিয়াটাই তো লঙ্কা-রাজ্য। আর যে লঙ্কার কথা বলা হয়, তা একটা দ্বীপ-রাজ্য। আসলে বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্রই তো এখন রাবণেরই রাজত্ব চলছে। যা তোমরা বি.কে.-রা খুব ভালই তা জানো। কলেজে যদি কোনও আনাড়ী-বোকা ক্লাসে গিয়ে বসে, তবে সে আর কি বা বুঝতে পারবে ক্লাসের পঠন-পাঠনের ? --কিছুই না। অযথাই সে তার সময়কে নষ্ট করবে মাত্র। আর তোমাদের এটা তো ঈশ্বরীয় কলেজ। এখানকার পঠন-পাঠনের ধরণ-ধারণ নতুন কেউ বুঝতেই পারবে না। তাই অন্যদের সাথে যাতে ছোঁয়া-ছ্যুৎ না লাগে, সে কারণে তাদেরকে ৭ দিন পৃথক করে বসানো হয়, যতদিন না সে ক্লাসের উপযুক্ত হচ্ছে। তবুও জ্ঞানী-ব্যক্তি অথবা ধর্মীয় ভাবধারার লোকেরা হলে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো - পরমপিতা পরমাত্মা সম্পর্কে, তিনি তোমার কে হন ? পরমাত্মা হলেন আত্মাদের পিতা এবং প্রজাপিতাও কিন্তু পিতা। এটা খুবই সুন্দর পয়েন্ট। অবশ্য এতে বাচ্চাদের তেমন আহ্লাদিত হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই কিন্তু। বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের কত নতুন নতুন পয়েন্ট শুনিয়ে থাকি, যাতে তোমাদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও জাগে। ফলে তোমরাও অন্যদেরকে আরও যুক্তি সহকারে এসব বোঝাতে পারবে। তোমরা এখানকার ফর্ম ভরিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইতে পারো, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ ? হয়ত তারা বলবে, পরমপিতা যখন - তখন তো তিনি পিতাই হবেন। হয়ত আবার সেই সময়ে সে তার সেই জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে বলবে, --উনি সর্বত্রই। কিন্তু তোমরা যখন তাদেরকে প্রশ্ন করবে, অবশ্যই তখন বলবে, উনি তো তোমাদের বাবা, তোমরা সবাই ওনার সন্তান। তারা একথার সঠিক অর্থ বুঝতে পেরে স্বীকার করলে, তাদেরকে দিয়ে তা লিখিয়েও নেবে। তারাও তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হবে। আর তখন শিব হবে তাদের দাদা অর্থাৎ দাদু। আর ইনি (ব্রহ্মা) হবেন বাবা। যেহেতু একমাত্র এই শিববাবাই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন, অতএব ওনার থেকেই সেই আশীর্বাদী-বর্সা অবশ্যই পেতে হবে। বোঝাবার জন্য সহজ থেকেও সহজ কথা ভেবে বের করতে হবে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকেও বোঝাতে হবে। এই বোঝানোটা তোমাদের কাছে এক ধরনের নেশার মতন। তবেই তো তোমরা বাপদাদার আশীর্বাদী-বর্সা পাবে। মাতার থেকে এই বর্সা পাওয়া যায় না। যেহেতু একমাত্র বাবা-ই যে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। তিনিই সব কিছুর মালিক।

লৌকিকে যেমন দাদু-ঠাকুর্দার সম্পত্তির অধিকার পায় নাতি/নাতিনীরা, সেই প্রকারে শিব যখন দাদু হচ্ছেন, তাই ব্রহ্মাবাবার বাচ্চারা, অর্থাৎ বি.কে.রাও ওনার সম্পত্তি অর্থাৎ আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়। তাই তো নিরাকার শিববাবা বলছেন, একমাত্র ওনাকেই স্মরণ করতে। এমন কিন্তু মোটেই বলেন না যে, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করতে। বাবা স্বয়ং তোমাদের সন্মুখে বসেই তা জানাচ্ছেন। কল্প পূর্বেও ঠিক এভাবেই বুঝিয়েছিলেন তোমাদেরকে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের যে দেহ-অভিমান চলে আসে খুব। আবার দেহধারীদের সাথেই তোমাদের যত প্রম-ভাব। বাবা তাই আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - "ওহে অশরীরি আত্মা-বাচ্চারা, তোমরা তো অশরীরিরি ভাবেই এসেছিলে এখানে, ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করার জন্য, যা এখন সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই এখন তোমাদের জানাচ্ছি - এখন ঘরে ফেরার পালা। অতএব লাগাতর আমাকে স্মরণ করো, যাতে তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হয়ে ভস্ম হয়ে যায়। কোনও দেহধারীকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হয় না। যদিও তোমরা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করো, বাবা আমরা কেবল আপনাকেই স্মরণ করবো। এই পুরোনো দুনিয়াতে এখন আর থাকার দরকার নেই তোমাদের। যেখানে কোনও শান্তিই নেই। তাই তো তোমরাও তা বলে থাকো, তোমাদের এমন কোথাও নিয়ে যেতে, যেখানে সুখ ও শান্তি আছে। তোমরা বি.কে.-রা এও জানো যে, তোমাদের এই বাবা প্রথমে তোমাদেরকে নিয়ে যান শান্তিধামে। যেখানে সুখের কথা ভাবতেই হয় না। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। তারপর সেখান থেকে পৌঁছে দেন সুখধামে। যেখানে আবার কেউ শান্তির কথা ভাবেই না। কারণ, দুঃখ এলেই তো তখন অশান্তির কথা আসতে পারে। আর সুখ থাকলে তা তো কেবল শান্তি আর শান্তি। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের সেই সুখধামকে শান্তিধাম বলা হয় না। শান্তিধাম তো আলাদা ধাম। সেই শান্তিধাম আত্মাদের প্রিয় মিষ্টি ধাম। একমাত্র বাবা এসবের আদি-মধ্য-অন্ত সবকিছুই জানেন। তাই *বাচ্চারা - এখন তোমাদের একমাত্র কাজ হলো নিজেরা যেমন মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়বে, অন্যদেরকেও তা পড়াতে হবে, তার সাথে সাথে নিজের শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করে যেতে হবে।*

*তোমরা বি.কে.-রা জানো যে, এই মৃত্যুলোক থেকে তোমরা অমরলোকে পৌঁছবে ভায়া শান্তিধাম ঘুরে। যতক্ষণ না অমরলোকে পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে। যতক্ষণ না নিজের এই জ্ঞান পাঠের রেজাল্ট ফলাফল বের হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত্য এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত্য তোমাদের মৃত্যু হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত্য পড়া তো পড়তেই হবে। এই সহজ কথাটা তো মনের বুদ্ধিতে স্মরণে রাখতে পারো যে, এখন তোমাদের নিজের ঘরে ফিরে যাবার পালা। এই দুনিয়া এবং দুনিয়ার যা কিছু, সবকিছুকেই ত্যাগ করতে হবে যে। আর এটাই তোমাদের কাছে খুশীর সংবাদ। বেহদের এই অবিনাশী নাটকের রহস্যগুলিকেও তোমরা জানতে পেরেছো। এই হদের দুনিয়ার নাটক এখন সম্পূর্ণ হবার মুখে, অতএব তোমাদের এই দেহরূপী পোশাককে ত্যাগ (পাল্টে) করে তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে তাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, ঠিক সেভাবেই এই দুনিয়ার সবকিছুকেই ত্যাগ করে যেতে হবে তোমাদেরকে। যেহেতু বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে ৮৪- জন্ম-চক্রের পার্ট পুরো হয়ে শেষ হবার সময় এটা। তাই তো তোমরা স্মরণ করো সেই পতিত-পাবনকে। তাকেই ডাকতে থাকো, বাবা এসো এবার। অর্থাৎ স্মরণ একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে।

তোমরা একদিকে বলো পতিত-পাবন আবার অন্যদিকে সেই তোমরাই বলো যে তিনি সর্বব্যাপী। এমন কথার তো কোনও অর্থই দাঁড়ায় না। বাবা এসব বি.কে. বাচ্চাদেরকে কত সহজ-সরল রীতিতে সবকিছুই বোঝান। উনি বলেন, তোমরা মনোযোগ সহকারে শান্তিধামকে স্মরণ করতে থাকো। এই দুনিয়াকে একদমই ভুলে থাকো - যেহেতু এই দুনিয়া এখন কেবলই দুঃখধামে পর্যবেশিত হয়েছে। অতএব অতি শীঘ্রই এর বিনাশ অবসম্ভাবী। বর্তমান দুনিয়ায় এখন যা চলছে, সেটাই কিন্তু প্রকৃত মহাভারতের যুদ্ধ। সেই হিসেবে ইউরোপ-বাসীরা যাদবকূল আর কৌরব-পাণ্ডবরা ভাই-ভাই। আমাদের উভয়েরই একই কূলে একই ভূখণ্ডে যে জন্ম। ভাই-ভাইএর সাথে এভাবে যুদ্ধ তো আর হতে পারে না। এখানে কিন্তু সেই স্থুল যুদ্ধের ব্যাপার নেই। কিন্তু মানুষের ধান্ধাই থাকে একের সাথে অপরের লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া। এটাই তাদের এক ধরণের রীতি-রেওয়াজ। ফলে এখন সবাই একে অপরের শত্রুতে পরিণত। এমন কি এই সমাজ ব্যাবস্থায় সন্তানও এখন নিজের পিতার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মৃত্যুলোকের রীতি-নীতিই যার যার নিজের মত করে বানিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু শিববাবার প্লান দেখো - কি আশ্চর্যের ! সবারই সব প্লান-প্রোগ্রাম ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে এই দুঃখের মৃত্যুধামেই সুখধামের স্থাপনা করান। আর সেই নিমিত্তেই তো সকলকে শান্তিধামে পাঠান।

বাচ্চারা - তোমরা এখন জানতে পেরেছ, কার সামনে বসে আছো তোমরা। তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই রয়েছে যে, উনিই পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর। তিনিই তোমাদেরকে এই জ্ঞানের বাণী শোনাচ্ছেন - ব্রহ্মাবাবার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। যা আর কোনও সৎসঙ্গে এমনটা হয় না। শিববাবা স্বয়ং সামনে বসে বাচ্চাদেরকে এই সবের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। আর এ কথা তো তোমরা বিলক্ষণ জানো যে, পরমাত্মা বাবা তার আত্মা বাচ্চাদের (তোমাদের) সাথেই কথা বলে থাকে। তোমরা তোমাদের কান (ইন্দ্রিয়) দিয়ে তা শোনো। আর শিববাবা এই দাদুর (ব্রহ্মার) মুখ (ইন্দ্রিয়) দ্বারাই তা বলেন। যেভাবে এই জ্ঞান-রত্ন বাবার মুখ থেকে বেরোয়, ঠিক তেমন ভাবেই তোমাদের মুখ থেকে তা বেরোনো উচিত। তোমাদের মুখ থেকেও সর্বদাই এই জ্ঞান-রত্নই বেরোনো উচিত। বেকার ও ফালতু শয়তানী কথাবার্তা শোনা উচিত নয়। যদিও কেউ কেউ খুব আনন্দের সাথেই বসে অনেক সময় ধরে তা শুনতেও থাকে। বাবা সব বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই জানাচ্ছেন, এমন যদি কেউ থাকে তো, তোমরা তার নাম জানাও বাবাকে, বাবা তাকে তখন তা বুঝিয়ে বলবেন। তা না হলে তারাও একদিন সেরকমেরই হয়ে যাবে। যদিও এমনটাই হয় অনেকে। যদিও অন্যেরা বাবাকে জানায় না যে, অমুকে সেখানে বসে সেইসব বেকার ও ফালতু কথা শুনছে। কিন্তু উপযুক্ত সময়কালে তাকে যদি নিষেধ করা যায়, তবে তার সেই বদ-অভ্যাস দূর হয়ে যায়। বাবা যদি সভার মাঝেই তাদেরকে তা বলেন, তাতেও আবার কেউ কেউ তাদেরই মিত্র হয়ে যাবে। মায়া এমনই যে, খুব ভাল স্বভাবের বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকেও নির্বোধ বানিয়ে ছাড়ে। যেহেতু তারা বাবার আজ্ঞাকারী হয় না। অথচ এই রাস্তা যে অতি সংকীর্ণ। তাই প্রতি পদেই চলতে হয় খুবই সতর্কতার সাথে।

তোমাদের খুবই দয়াবান ও ক্ষমাশীল হয়ে অন্যের খারাপ স্বভাবের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আগ্রহভরে তার সব কথায় মোটেই সায় দেবে না এবং শুনবেও না। যে বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক বানায়, সেই বাবার গ্লানি কখনই শুনবে না তুমি। তোমার তো কেবল শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতে হবে, অন্য সব বিষয়ে তবে কেনই বা বেকার মাথা ঘামাবে। কেউ তা মানুক বা না মানুক, তুমি কেবল জ্ঞান-অঞ্জনে জ্ঞানী হবার লক্ষ্যেই থাকবে। তোমাদের মধ্যেই কেউ হয়ত জ্ঞান-অঞ্জনে জ্ঞানী হচ্ছো, আবার কেউ হয়ত কেবল ধুলা-ই ঘাটছো। ধুলাতে তো আর জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত হবে না। বাবা তো কত সহজ করেই তা বোঝায়। তাতে সে যেমনই রুগী হোক, অন্ধ হোক, ল্যাংড়া হোক না কেন, অনায়াসেই তা বুঝতে পারবে। *সমস্ত কিছুর মূলে তো কেবল এই দুই-অক্ষর - 'অল্ফ' আর 'বে' (পরমাত্মা আর আত্মা)।* বাবা বুঝিয়ে বলছেন - বাচ্চারা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবার সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। সবার সাথেই মিষ্ট ব্যাবহার করে তাদের প্রিয় হবে। তবেই তো সবাইকে বাবার পরিচয় জানাতে পারবে। তোমার কাজই হলো বাবার পরিচয় জানানো। কেউ তোমার শত্রু হলেও তার সাথেও বন্ধুত্ব রেখে খুবই মিষ্ট ব্যাবহার করতে হবে। বাবা এবার জানাচ্ছেন- তোমরা যখন আসুরী মতে ছিলে, তখন ওনাকে কতই না গালমন্দ করেছো, কত অপকার করেছো ওনার, তবুও উনি তোমাদের কত উপকার করেন। অবশ্য *ঈশ্বরের এই অপমান, এটাও এই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট অনুসারেই হয়। তাই তো বলা হয়, "যদা যদা হী ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম। পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"* তাই বাবা এখন এসেছেন এই ভারতেই, এবং এই *'মুরলী-গীতা'* বোঝাচ্ছেনও তার সন্তানদের। অতএব বাচ্চারা, প্রত্যেকটি কথাই খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে তোমাদের। আর যদি কারও ভাগ্যে তা না থাকে, তবে সে আসুরী কার্য-কলাপই করতে থাকবে। এখান থেকে বাইরে গেলেই এসব কথা বিলকুল সবকিছুই ভুলে যাবে তারা। ঈশ্বরের গ্লানি করতে করতে আজ এই করুণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তারা। অতএব, এখন এই নিন্দা-চর্চা করা ছাড়ো। *এখন তোমার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে ব্রহ্মাকুমার/ব্রহ্মাকুমারী হিসাবে। তাই লোকেরাও ভাববে, তোমরা এখন শিববাবার নাতি-নাতনি। অতএব স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্সা তোমরা পাবেই পাবে।* এই ভারত ভূখণ্ডই পূর্বে সেই বর্সায় শ্রেষ্ঠতম ছিল, যা এখন আর নেই, কিন্তু আবারও তা পূর্বের মতনই হতে চলেছে।

সত্যযুগে কেবল সূর্যবংশীরাই থাকে। এখন তোমরা যদি লাগাতর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবে তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশ হতে থাকবে এবং সেখানেও পৌঁছতে পারবে। কত সুন্দর রীতিতে এসব বোঝানো হয়ে থাকে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরও সেই অনুসারে সেবার কার্য করা উচিত। কিন্তু সর্বাগ্রে যার যার নিজের মনোবৃত্তিকে ভাল করতে হবে। কেবলমাত্র জ্ঞানে পণ্ডিত হলেই চলবে না। পাকাপোক্ত যোগী, রাজঋষি হতে পারলেই তো অন্যদেরও জ্ঞানের তীর লাগাতে পারবে। কিন্তু *নিজের মধ্যেই যদি কোনও কিছুর ঘাটতি থাকে, তবে আর অন্যদের তা বলবে কিভাবে। নিজেরই তখন লজ্জা আসবে। নিজের পাপ নিজেকেই বিদ্ধ করতে থাকবে।* বাবা তো প্রতিটা বিষয়েই কত

ভাল করে বুঝিয়ে দেন। পূর্ব কল্পেও ঠিক এমন ভাবেই বুঝিয়েছিলেন উনি। কেউ তেমন ভাবে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ুক বা নাই বা পড়লো, দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে। তবুও বাবা তোমাদেরকে আরও বুঝদার হতে বলছেন। জ্ঞান লাভের সাথে তোমাদের বুদ্ধিরও লাভ যাতে হয়, একত্রিত এই দুই লাভ একত্রেই করতে হবে, এটা যেন খেয়ালে থাকে। প্রকৃত লাভ তো কেবলমাত্র এই বাবার থেকেই হয় তোমাদের। অতএব, কেবলমাত্র বাবা আর স্বর্গ-রাজ্যকে লাগাতার স্মরণ করতে থাকো, তা যেন মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না। স্মরণ করতে করতে তোমার শেষ স্মরণ ও লক্ষ্যই তোমার আত্মার প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারিত হবে। প্রত্যুষে উঠেই সর্বাগ্রে বাবাকে স্মরণ করতে বসো। তাতে যদি আলস্য আসে, তবে তো নিজের ভাগ্যকেই আর সেভাবে তৈরী করতে পারবে না। তাই এমন ভাবে তার অভ্যাস করতে হবে, অন্তিম ক্ষণে যেন নিজের বা অপরের দেহকে মনে না আসে। কেবলমাত্র এই স্থিতিতেই থাকতে হবে - "আমি আত্মা"! *আচ্ছা!*

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তাদের জানাচ্ছেন - নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের মনোবৃত্তিকে শুদ্ধ রেখে শত্রুদেরও বন্ধু বানাতে হবে। অপকারীর প্রতিও উপকার করে বাবার প্রকৃত পরিচয় বোঝাতে হবে।

২) বাবার মুখ থেকে যেমন সবাই জ্ঞান-রত্ন পেয়ে থাকে, ঠিক তেমনই জ্ঞান-রত্ন যেন তোমাদেরও মুখ থেকে বেরোয়। কোনও প্রকারের ব্যর্থ কথা-বার্তা যেমন শুনবে না, তেমনি অপরকেও তা শোনাবে না।

বরদান :- নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন কারী স্ব-পরিবর্তক হয়ে বিশ্ব-পরিবর্তক হও

বিস্তার:- যে কোনও সংকল্প বা সংস্কার সেকেন্ডের মধ্যেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন করা যায় - এর জন্য সারাদিন ট্রাফিক ব্রেক-এর অভ্যাস দরকার। কারণ, ব্যর্থ বা নেগেটিভ সংকল্পগুলি খুব দ্রুত গতিতে চলে। সেই দ্রুত গতির সময় পাওয়ারফুল ব্রেক লাগিয়ে তাকে পরিবর্তন করার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। তবেই নিজের ব্যর্থগুলি পরিবর্তিত হয়ে স্ব-পরিবর্তক এবং বিশ্ব-পরিবর্তক হতে পারবে আর নিজের ফরিস্তা স্বরূপ দ্বারা অন্য অনেক আত্মাদেরকেও সুখ-শান্তির বরদান দিতে পারবে।

স্লোগান :- যে ড্রামার এই বিশেষ জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে, নাথিং নিউ-র বিধি অনুসারে চলতে পারে, সে-ই বিজয়ী হতে পারে।

. !! ওঁম্ শান্তি !!